ঈদ মোবারক

একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী
পদক্ষেপ বার্তা

www.padakhep.org

বর্ষ: ১৪ । সংখ্যা: ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫ । জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ ২০২৫

'ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও পরবর্তী করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল সংলাপ

শুভেচ্ছা বক্তব্য
মোঃ সালেহ বিন সামস
নির্বাহী পরিচালক, পদক্ষেপ

সুচনা বক্তব্য
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন
এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি

সম্মানিত অতিথি ও আলোচক
প্রফেসর ড. হোসনে আরা বেগম
নির্বাহী পরিচালক, টিএমএসএস

মুর্শেদ আলম সরকার
নির্বাহী পরিচালক, পপি

মোঃ রবিউল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক, দিশা

মিফতা নাঈম হুদা
নির্বাহী পরিচালক, সিদীপ

মোঃ নুরুল আমিন
নির্বাহী পরিচালক, জাকস ফাউন্ডেশন

মোঃ মহসিন আলী
নির্বাহী পরিচালক, শাপলা

মোঃ আব্দুস সামাদ
নির্বাহী পরিচালক, সিসিডিএ

ফিলিপ বিশ্বাস
নির্বাহী পরিচালক, আরআরএফ

ড. দিবালক সিনহা
নির্বাহী পরিচালক, ডিএসকে

মোঃ হাসিব হোসেন
নির্বাহী পরিচালক, প্রয়াস

শামসুল হক
নির্বাহী পরিচালক, এসডিআই

এ.বি ব্যানার্জি
নির্বাহী পরিচালক, পিদিম

রুহি দাস
নির্বাহী পরিচালক, বাস্তব

রাসেল আহমেদ লিটন
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী, এসকেএস

সরদার আকতার আহমেদ
সিওও, সাজেদা ফাউন্ডেশন

মোঃ এনামুল হক
সিওও, আম্বালা ফাউন্ডেশন

মোঃ মনিরুল ইসলাম খান
সিইও, এপিডিএস

আফতাবুর রহমান জাফরি
সিইও, ঘাসফুল

সুমন আহমেদ
এভিপি, আশা

নাজমুস সালেহীন
এইডি, দিশা

দেওয়ান ফয়সাল
ডিসিই, পিএমকে

খালেদা শামস
ডিসিইও, পিবিকে

মোঃ আজিজুল হক
পরিচালক, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের

মোঃ মশিউর রহমান
পরিচালক (ইইএস), পপি

এমডি সালাহউদ্দিন, এফসিএ
পরিচালক-অর্থ ও প্রশাসন, আরডিআরএস

রুন কুমার বসাক
পরিচালক (এমএফপি), আরআরসি

আবু রায়হান মিয়া
পরিচালক, গার্ক

আবু সায়েম রিশাত
পরিচালক, গার্ক

সন্তোষ চন্দ্র পাল
পরিচালক, এসএসএস

মোঃ আরমান আলী
হেড অফ অ্যাডভোকেসি, মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি

মোঃ সোহরাব আলী খান
ডিইডি, টিএমএসএস

লাবিবা হাসান
সহকারী পরিচালক, পিবিকে

ফারিয়া হাসান
সহকারী পরিচালক, পিবিকে

সোহেলি নাজনীন হক
সহকারী পরিচালক (জেনারেল), এসডিআই

ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপনী বক্তব্য
এ.বি.এম সিদ্দীক
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট, পদক্ষেপ

ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলোকে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে আরও মনোযোগী হতে হবে।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন
এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি

"ক্ষুদ্রঋণ সেক্টর বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে পরিচিত। এই সেক্টরের সঠিক উন্নয়ন এবং কার্যক্রমের প্রভাব আরো কার্যকর করতে দেশব্যাপী বিভিন্ন এনজিও সংস্থা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো একযোগে কাজ করছে। সম্প্রতি, বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের ভবিষ্যত উন্নয়ন এবং বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গোলটেবিল সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেক্টরের ৩৪টি এনজিও সংস্থার শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে দেশের 'ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও পরবর্তী করণীয়' শীর্ষক দ্বিতীয় সভার গোলটেবিল সংলাপ গত ৯ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের উন্নয়ন, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত কার্যক্রম নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পদক্ষেপ এর সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট এ.বি.এম সিদ্দীক এর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন। তিনি ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলোকে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে আরও মনোযোগী হতে বলেন এবং সেক্টরের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় অন্যান্য বক্তারা দেশের ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করেন এবং দেশের উন্নয়নশীল জনগণের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন। সভায় ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে তহবিলের সীমাবদ্ধতা, ঋণগ্রহীতাদের জন্য কম সুদের হার নির্ধারণ এবং সেবা ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন বক্তারা।

পদক্ষেপ এর প্রেসিডেন্ট মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জনকল্যাণে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

সভাটি পরিচালনা করেন পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস। তিনি ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরকে আরও কার্যকর ও টেকসই করার জন্য

সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন এবং আজকের আলোচনা থেকে প্রাপ্ত দিকনির্দেশনা এই সেক্টরের উন্নয়নে নতুন মাত্রা যোগ করবে।”

সংলাপের শুরুতে ‘পদক্ষেপ’ এর উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক গত সভার আলোচিত পরামর্শগুলো তুলে ধরেন এবং ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের বর্তমান অবস্থা, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং উন্নয়নের করণীয় বিষয়গুলোর উপর একটি সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপন করেন।

সংলাপের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরামর্শগুলো গুরুত্ব সহকারে শোনা হয়, যা সেক্টরের সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়ক হবে।

সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিরা সম্মিলিতভাবে একমত হন যে, সেক্টরের কার্যক্রম আরও সুষ্ঠু ও টেকসই করতে হবে, যাতে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা যায়। পরিশেষে, বক্তাদের ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের বিভিন্ন মতামতের উপর প্রধান অতিথি দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন, ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের ভবিষ্যত সফলতা নির্ভর করছে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, সততা এবং ঋণগ্রহীতাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদানের ওপর। এছাড়াও, তিনি সেক্টরের টেকসই উন্নয়নের জন্য দারিদ্র্য বিমোচনে আরও মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেন।

গোলটেবিল সংলাপটি ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের সকল স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে একটি শক্তিশালী সহযোগিতার ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং ভবিষ্যতে এর কার্যক্রম আরো প্রগতিশীল হতে সহায়ক হবে।

পদক্ষেপ এর দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি বিষয়ক বিশেষ কর্মশালা

পদক্ষেপ এর দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি বিষয়ক বিশেষ কর্মশালা গত ৬ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল মানবিক উন্নয়নের জন্য একটি টেকসই এবং সমন্বিত উন্নয়ন কৌশল তৈরি করা, যা আগামী দিনে উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও কার্যকর করতে সহায়ক হবে।

কর্মশালার সভাপতির বক্তব্যে পদক্ষেপ এর প্রেসিডেন্ট এ.বি.এম. সিদ্দীক বলেন, "মানবিক উন্নয়ন একদিনে সম্ভব নয়, বরং এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যা সময় এবং উপযুক্ত কৌশলের সাহায্যে সফল হতে পারে"। তার নেতৃত্বে পদক্ষেপ দীর্ঘ সময় ধরে সমাজের বিভিন্ন প্রান্তে উন্নয়নমূলক কাজ করে আসছে, সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি ভবিষ্যতের জন্য কিছু মূল্যবান দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। তিনি বলেন, "ভবিষ্যতের উন্নয়ন পরিকল্পনায় তথ্যপ্রযুক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তির অগ্রগতি ও দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়ন করা সম্ভব।" তিনি আরও বলেন, "দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণে একটি গভীর দৃষ্টি এবং দূরদর্শিতা প্রয়োজন, যাতে আমরা ভবিষ্যতে সাফল্য অর্জন করতে পারি"।

কর্মশালায় পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস বলেন, "মানবিক উন্নয়ন কার্যক্রমে যথাযথ পরিকল্পনা ছাড়া সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে আমরা জনগণের জীবনযাত্রা উন্নত করতে পারি"।

কর্মশালায় পদক্ষেপ এর উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক টেকসই ভবিষ্যত বিনির্মাণে সমন্বিত উন্নয়ন কৌশলের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং দীর্ঘমেয়াদি কর্মপন্থার উপর বিস্তারিত বিষয় উপস্থাপনা করেন। তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যুগে উন্নয়ন কৌশলগুলোর মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি শুধু টেকসই উন্নয়ন নয়, বরং জনগণের মাঝে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতেও সহায়ক হতে পারে।

উপস্থিত সকলে তাদের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা শেয়ার করার পাশাপাশি, ভবিষ্যতের জন্য কার্যকর এবং টেকসই উন্নয়ন কৌশল তৈরির বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন। বিশেষতঃ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং আধুনিক কৌশলের সহায়তায় মানবিক উন্নয়নের দিকনির্দেশনা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়। কর্মশালায় সকলে একমত হন যে, আমাদের সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেটা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, যা সমগ্র জাতির উন্নয়নে অবদান রাখবে।

'টেকসই পদক্ষেপ: অভিজ্ঞতার দর্শনে, তারুণ্যের উদ্যমে একসাথে' শীর্ষক জোনভিত্তিক কর্মশালা

সংস্থার সাফল্যের মূল কারিগর হল তার কর্মীরা। কর্মীদের দক্ষতা, কার্যক্রম এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব একটি প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি অগ্রগতিতে গুরুত্বপপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সংস্থার টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিতে দ্বিপাক্ষিক মূল্যায়ন বা ৩৬০ ডিগ্রি ফিডব্যাক প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও ন্যায্য মূল্যায়ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে যা কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা এবং সহযোগিতা বাড়ায়। কর্মীদের দক্ষতা, কার্যক্রম এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব একটি প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কর্মক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সহযোগিতামূলক পরিবেশ গড়ে তুলতে ৩৬০ ডিগ্রি ফিডব্যাক পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর। এটির বিশেষত্ব হলো এটি একতরফা নয়। কারণ শুধু সুপারভাইজার কর্মীদের পারফরম্যান্স নির্ধারণ করে না, বরং অধস্তনরাও সুপারভাইজারের নেতৃত্বগুণ এবং ব্যবস্থাপনা দক্ষতা সম্পর্কে মতামত দিতে পারেন। ফলে, উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিবেশ আরও উন্নত হয়। এছাড়া কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, কর্মপরিবেশের মানোন্নয়ন, পেশাদারিত্ব এবং দায়িত্ববোধের বিকাশেও সহায়তা করে।

দ্বিপাক্ষিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরে একটি সম্মিলিত এবং কার্যকর কর্মপরিবেশ তৈরি এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কর্মীদের দক্ষতা ও কার্যকরিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জোনের

সকল কর্মীদের অংশগ্রহণে দেশব্যাপী জোনভিত্তিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে 'টেকসই পদক্ষেপ' এর অধীনে 'অভিজ্ঞতার দর্শনে, তারুণ্যের উদ্যমে একসাথে' শিরোনামে জোনভিত্তিক কর্মশালাগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরমধ্যে জানুয়ারি মাসে ৬টি এবং ফেব্রুয়ারি ২০২৫ মাসে ১৩টি মোট ১৯টি জোনভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গত ৯ জানুয়ারি ঢাকার কাকরাইলে আইডিইবি ভবনে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ জোনের কর্মশালা, ২০ জানুয়ারি ফরিদপুর সদর উপজেলা অডিটোরিয়ামে ফরিদপুর জোনের কর্মশালা, ২১ জানুয়ারি বরিশাল সদর উপজেলার লাইলা কনভেনশন হলে বরিশাল জোনের এবং ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ জোনের কর্মশালা ২টি একত্রে ২৮ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ ময়মনসিংহ সদর উপজেলার ধানসিড়ি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ রংপুর ও দিনাজপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী ও বগুড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা, ১২ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম (দ.), ১৩ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম (উ.) ও চট্টগ্রাম পার্বত্য জোন, ১৬ ফেব্রুয়ারি যশোর ও কুষ্টিয়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি ভোলা, ২০ ফেব্রুয়ারি পটুয়াখালি এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি বি-বাড়িয়া জোনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালাগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল সংস্থার বিভিন্ন স্তরে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছ কর্মপরিবেশ তৈরি এবং পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক লক্ষ্য পূরণে কাজ করা। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মীদের থেকে মতামত সংগ্রহ এবং প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির দিকনির্দেশনা প্রদান করার জন্য ৩৬০ ডিগ্রি ফিডব্যাক পদ্ধতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেন একটি পর্যালোচনামূলক প্রক্রিয়ায় কর্মী নিজে, তার সহকর্মী, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং ক্ষেত্রবিশেষে ক্লায়েন্টদের মতামতের ভিত্তিতে কর্মক্ষেত্রের দক্ষতা এবং উন্নয়নক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারে। এতে কেবল কর্মীদের পেশাগত উন্নয়নই নয়, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরিবেশেও স্বচ্ছতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং দায়িত্বশীলতার সংস্কৃতি তৈরি হয়। কর্মশালাগুলো সংস্থার বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন, পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি, টিমওয়ার্ক ও নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠানের কাজের গুণগত মানোন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সহায়তা করবে। একইসঙ্গে, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন, উদ্ভাবনী চিন্তা ও সম্প্রদায়ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করার সুযোগ তৈরি হবে। এই ধরনের উদ্যোগ সংগঠনের সামগ্রিক অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করবে।

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ জোনের কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর নির্বাহী পর্ষদ সদস্য নাহিদ আক্তার, নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস, উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক, আইসিটি বিভাগের পরিচালক মুহম্মদ আররাফি সিদ্দীকসহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। এছাড়া অন্যান্য কর্মশালাগুলোতে সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় বক্তারা তাদের বক্তব্যে টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সমন্বিত উন্নয়ন কৌশলের অপরিহার্যতা তুলে ধরেন। তারা বলেন, কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করার মাধ্যমে সংস্থাকে আরও শক্তিশালী করা সম্ভব। তারা "তারুণ্যের উদ্যম এবং অভিজ্ঞতার প্রজ্ঞা" এই মূলমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস বলেন, "কর্মীদের মতামত এবং তাদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করার মানসিকতাই একটি প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আমরা আমাদের কর্মীদের উন্নয়নে বিনিয়োগ করে ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করতে চাই।"

কর্মশালার বিভিন্ন পর্বে কর্মীদের পেশাগত উন্নয়ন, নতুন কৌশল গ্রহণ এবং লক্ষ্য অর্জনের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন, যা তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়াতে সহায়তা করবে। এই কর্মশালা কর্মীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সংস্থার ভিশন বাস্তবায়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে থাকবে। এটি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নতুন উদ্যম ও সৃজনশীলতা সঞ্চার করেছে, যা পদক্ষেপ এর ভবিষ্যৎ অগ্রগতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

এই ধরনের কর্মশালাগুলি সংস্থার ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করতে সহায়তা করবে, যা কর্মীদের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি, টিমওয়ার্ক এবং নেতৃত্বের দক্ষতা বিকাশে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

'ইউপিএইচসিএসডিপি-২য়' পর্যায় প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম

ইপিআই কার্যক্রমের উদ্বোধন

পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প-২য় পর্যায়ের আওতায় জামালপুর পৌরসভা, পিএ-০১-এ বহুল প্রতীক্ষিত ইপিআই টিকা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে আয়োজিত উদ্বোধনী কার্যক্রমের মাধ্যমে জামালপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে ইপিআই টিকাদান কর্মসুচি শুরু হয়। মাতৃসদন নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-০১ এর অধীনে জামালপুরের কলাবাগান, পশ্চিম ফুলবাড়িয়া এবং নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-০২ এর অধীনে সাহাপুর গোরস্থান মোড়, পানির ট্যাংকি ও বগাবাইদ এলাকায় টিকাদান কর্মসুচির উদ্বোধন করা হয়। এখন থেকে উক্ত এলাকায় টিকাদান কর্মসূচি নিয়মিত ভাবে পরিচালিত হবে বলে জানানো হয়। নির্ধারিত দিনে স্বাস্থ্য বা টিকাদান কেন্দ্রে ০-১১ মাস বয়সী শিশুদের নিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে ৯টি গুরুতর রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা হবে। যার মধ্যে রয়েছেঃ যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, ধনুষ্টংকার, হুপিংকাশি, পোলিও, হেপাটাইটিস বি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা বি, হাম ও রুবেলা। টিকা গ্রহণের পর টিকাদান কার্ডে পরবর্তী টিকা নেওয়ার তারিখ উল্লেখ করা হবে, যাতে শিশুরা সম্পূর্ণ ডোজ গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া, ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের জন্য পাঁচ ডোজ টিটেনাস টিকা নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী প্রদান করা হবে।

জামালপুর পৌরসভার পিএ-০১ এর স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে দুইদিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং

গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ জামালপুর পৌরসভার পিএ-০১ এর স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে দুইদিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং এর আয়োজন করা হয়। উক্ত ট্রেনিংটি জামালপুর চালাপাড়ায় অবস্থিত সুইড বাংলাদেশ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ২ দিনব্যাপী Sustainable UPHC Service Delivers with its relevant activities by ULBs own Management under UPHCSDP-II শীর্ষক প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন জামালপুর স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক ও প্রশাসক মৌসুমী খানম। প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. রেজোয়ানা রশিদ, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মোঃ মাজেদুর রহমান, জামালপুর পৌরসভার প্রোগ্রাম অফিসার ও পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ হাফিজুর রহমান প্রমুখ। এছাড়াও পৌরসভা এলাকার বসবাসরত WUPHCC কমিটির সদস্যবৃন্দ বিশেষ করে রেডকার্ড প্রাপ্ত হত দরিদ্র মানুষ, মসজিদের ঈমাম, স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও প্রভাষক, সমাজ প্রতিনিধি, সাধারণ সেবাগ্রহীতা ও উপকার ভোগীসহ প্রায় ৪০ জন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করনে। প্রশিক্ষণের কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্রকল্পের পিএমইউ, নগর ভবন, ঢাকার সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার (বিসিসি অ্যান্ড রিসার্চ) মোঃ তানভীর হোসেন এবং রিসোর্স পারসন হিসেবে ছিলেন জুনিয়র কনসালটেন্ট (M&E) ডা. মোঃ আরমান চৌধুরী।

ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

গত ২৩ জানুয়ারি জামালপুর নগর মাতৃসদন কেন্দ্র-১ এর উদ্যোগে ২টি এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে নেত্রকোণা নগর মাতৃসদন কেন্দ্র-২ এর উদ্যোগে ৩টি বিশেষ মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এরমধ্যে জামালপুরের পাঠানপাড়া ও মেলান্দহ এবং নেত্রকোণায় নেত্রকোণা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, জনতা উচ্চ বিদ্যালয় ও নেত্রকোনা পৌরসভায় অনুষ্ঠিত হয়। পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প-২য় পর্যায়ের আওতায় অনুষ্ঠিত মেডিকেল ক্যাম্পগুলোতে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বিভিন্ন পরামর্শ, রক্তচাপ ও ওজন পরিমাপ, রক্ত পরীক্ষা, গর্ভবতী মা ও কিশোরীদের স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং পুষ্টিকর খাবার বিতরণ ইত্যাদি প্রদান করা হয়। ক্যাম্পগুলোর মাধ্যমে গর্ভবতী নারী, কিশোরী, বৃদ্ধ ও শিশুসহ মোট ৫০০ জনকে বিনামূল্যে এ স্বাস্থ্যসেবাগুলো প্রদান করা হয়। জামালপুরের ক্যাম্প ২টি পরিচালনা করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক ডা. সুপ্রিয়া এবং নেত্রকোণার ক্যাম্পগুলো পরিচালনা করেন নেত্রকোণা পৌরসভার প্রশাসক মোঃ আরিফুল ইসলাম সরদার। এছাড়া ক্যাম্পগুলোতে সহযোগিতায় ছিলেন, প্রকল্পের মেডিকেল অফিসার, প্যারামেডিক, ল্যাব টেকনোলজিস্ট, কউন্সিলর, অ্যাডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট, এফডাব্লিউভি, নার্স, এফডাব্লিউএ, ফিল্ড সুপারভাইজার ও গার্ডসহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। ক্যাম্পগুলোতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ। স্বাস্থ্য ক্যাম্পগুলোর মাধ্যমে নগর এলাকার দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবার প্রসার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

'আইসিবিসি' প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম

গ্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত জাতি গঠনের জন্য শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া অপরিহার্য। প্রারম্ভিক পরিচর্যা, সঠিক দিকনির্দেশনা ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করে তাদের সম্ভাবনাকে বিকশিত করার দায়িত্ব আমাদের সবার। সুস্থ, সুরক্ষিত ও সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ পেলে শিশুরা ভবিষ্যতে সমাজের সক্ষম, সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে উঠবে। তাই শিশুর সুস্থ বিকাশ নিশ্চিত করাই একটি উন্নত জাতি গঠনের মূল ভিত্তি।

বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমির সহযোগিতায় এবং পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নে চলমান সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু-যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার সুবিধা প্রদান (আইসিবিসি) প্রকল্পটি এমন একটি উদ্যোগ, যা শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ এবং তাদের সুরক্ষার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে, শিশুর জন্ম নিবন্ধন, টিকাদান, চক্ষু ও কান পরীক্ষা, পানিতে ডুবা প্রতিরোধ এবং পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমে শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুদের সঠিক পরিচর্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে, যা তাদের সুস্থ ও সুরক্ষিত ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রকল্পের আওতায় গত ১১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে চাঁদপুর সদর উপজেলায় গ্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব, বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমির আইসিবিসি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মাহবুবা আক্তার। তিনি স্থানীয় জনগণ, শিশুর অভিভাবক, শিশু ও শিশুযত্নকারীদের সঙ্গে পারস্পরিক মতবিনিময় এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় প্রধানত শিশুদের অংশগ্রহণ, ঝরে পড়া ও তাদের প্রারম্ভিক বিকাশ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া সভায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মা-বাবা, অভিভাবকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করা হয়। এ সময় প্রকল্পের কার্যক্রম সমন্বয়কারী, ইসিসিডি অফিসার ও কেন্দ্র সুপারভাইজাররা উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে প্রধান অতিথি শিশুযত্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি শিশুদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার পরিবেশ নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, "আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার শিশু সুরক্ষার প্রথম ধাপ। তাই তাদের জন্য একটি নিরাপদ, সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে"।

এছাড়া সভায় অংশগ্রহণকারীরা সক্রিয়ভাবে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন এবং তারা এই প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে একত্রিতভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। একটি শিশুর সঠিক বিকাশের জন্য পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমন্বিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুদের নিরাপদ পরিবেশে বেড়ে উঠার সুযোগ প্রদান করা হচ্ছে, যাতে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে পারে এবং ভবিষ্যতে কার্যকর সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। প্রকল্পটি কেবল আজকের শিশুদের জন্য নয়, আগামী দিনের একটি শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে অবদান রাখবে।

অভিভাবক সভা

'আইসিবিসি' প্রকল্পের আওতায় নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলায় গত ২৪ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অভিভাবক সভার উদ্দেশ্য ছিলো, শিশুযত্ন কেন্দ্রের কার্যাবলি সম্পর্কে শিশুর অভিভাবকদের অবহিত করা ও কেন্দ্রের বিভিন্ন কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা; শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের জন্য শিশু লালন-পালন ও পরিচর্যা বিষয়ক বয়স উপযোগী সেবা-যত্ন প্রদান; পজেটিভ প্যারেন্টিং সম্পর্কে মা-বাবা ও অভিভাবকদের আচরণগত পরিবর্তন আনা। অভিভাবক সভায় মোট ১২টি সেশনের আয়োজন করা হয়। সেশনের আলোচ্য বিষয় হিসেবে প্রারম্ভিক বিকাশের গুরুত্ব, ইতিবাচকভাবে শিশু লালন-পালনের উপায়, যত্ন, পুষ্টি, সুরক্ষাসহ গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। একইভাবে শিশু ও শিশুর মা-বাবার মানসিকভাবে ভালো থাকার বিভিন্ন উপায় ও পরিবারের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি শিশুর সাথে গুণগত সময় কাটানো এবং খেলার মাধ্যমে কীভাবে শিশুকে আনন্দ দেয়া যায় সে বিষয়ে তুলে ধরা হয়। উক্ত সভার মাধ্যমে কেন্দ্রের কার্যক্রমের সাথে অভিভাবকদের সম্পৃক্তা বাড়ানোর বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচানার পাশাপাশি শিশু যত্নকারী, মা-বাবা ও অভিভাবক এবং কমিউনিটির মধ্যে একটি সেতুবন্ধন গড়ে তোলা। কেন্দ্রের গুণগত মান উন্নয়নের পাশাপাশি শিশুর সার্বিক বিকাশ, শিশু যত্ন, সুরক্ষা ও প্রারম্ভিক শিখনের সুযোগ সম্পর্কে মা-বাবা ও অভিভাবকদের জানানোর জন্য অভিভাবক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ১-৫ বছর শিশুদের দেখেশুনে রাখার পাশাপাশি শিশুযত্ন কেন্দ্রে শিশুদের নিয়মিত পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা এবং ৬-১০ বছর বয়সি শিশুদের সাঁতার শেখানোর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। যার ফলে অভিভাবকরা শিশু বিকাশ, শিশু অধিকার এবং শিশুদের পানিতে ডুবাসহ ইনজুরি প্রতিরোধ বিষয়ে জানতে পারে।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, আমাদের গর্ব, আমাদের অস্তিত্বের এক অপরিহার্য অংশ। মাতৃভাষার প্রতি সম্মান জানানোর বিশেষ অনুপ্রেরণার উৎস এখন ২১ ফেব্রুয়ারি। একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। মায়ের ভাষার ও নিজস্ব সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করার বিশেষ দিবস। সমাজের সকল অন্যায়, অসাম্য, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা রুখে দিয়ে শহিদদের স্বপ্নের দেশ গড়ার শপথ নেওয়ার দিন। আজ সর্বত্রই বাজবে সেই বেদনা সঙ্গীত "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি"। ২১ ফেব্রুয়ারি "শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে পদক্ষেপ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। এরমধ্যে পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশুযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার সুবিধা প্রদান (আইসিবিসি) প্রকল্পের আওতায় নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলায় দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে শিশুযত্ন কেন্দ্রের শিশুরা পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমির সহযোগিতায় 'আইসিবিসি' প্রকল্পের শিশুযত্ন কেন্দ্রের শিশুরা প্রভাত ফেরিতে অংশগ্রহণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং তারা তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন।

এছাড়া সংস্থার মাঠ পর্যায়ে সকল ব্রাঞ্চ, এরিয়া ও জোন কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ের শহিদ মিনারে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। পাশাপাশি সংস্থার ওয়েব সাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে "শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" এর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন এবং স্থানীয় ও প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে রাষ্ট্রীয়ভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দিবসটি পালন করে।

নরসিংদী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমির প্রকল্প পরিচালক ও লক্ষ্মীপুর জেলা শিশু একাডেমীর সহকারী প্রকল্প ব্যবস্থাপক

পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমাজ ভিত্তিক সমন্বিত শিশুযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার প্রদান (আইসিবিসি) প্রকল্পের আওতায় গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রকল্পের নরসিংদীর জেলা শিশু কর্মকর্তার কার্যালয় পরিদর্শন করেন বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমির প্রকল্প পরিচালক মাহবুবা আক্তার। পরে তিনি মনোহরদী উপজেলার প্রকল্পের সকল কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমির নরসিংদী অফিসের ভারপ্রাপ্ত শিশু কর্মকর্তা নূর মোহাম্মদ, সহকারী প্রজেক্ট ম্যানেজার বিউটি পারভীন ও প্রকল্পের কার্যক্রম সমন্বয়কারী মাকসুদুর রহমান।

এছাড়া ১৮ মার্চ লক্ষ্মীপুর জেলায় প্রকল্পের শিশুযত্ন কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন জেলার শিশু একাডেমীর সহকারী প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ মিজানুর রহমান। তিনি শিশুর উপস্থিতি, কেন্দ্রের সার্বিক অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে যত্নকারী ও সহকারী যত্নকারীর সাথে আলোচনা করেন। একইসাথে উপস্থিত শিশুদের সাথে কুশল বিনিময় করেন।

ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল ক্যাম্পেইন

'আইসিবিসি' প্রকল্পের আওতায় নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলা, চাঁদপুরে জেলার চাঁদপুর সদর, উত্তর মতলব, দক্ষিণ মতলব, ভোলা জেলার ভোলা সদর, লালমোহন, মনপুরা ও লক্ষ্মীপুর জেলার লক্ষ্মীপুর সদর, কমলনগর ও রামগতি উপজেলায় গত ১৫ মার্চ সকল শিশুযত্ন কেন্দ্রের ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। এরমধ্যে ৬ থেকে ১১ মাস বয়সী শিশুদের নীল ক্যাপসুল এবং ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের লাল ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। উক্ত ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ভিটামিন 'এ' অভাবজনিত অন্ধত্বের হার এবং শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পাবে । ১৯৭৪ সালে রাতকানা রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম গ্রহণ করে শিশুদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো শুরু হয়। পরবর্তীতে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো অব্যাহত রাখা হয়। শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। কিন্তু তাদের একটি অংশ অপুষ্টিতে ভুগছে। অন্ধত্ব একটি পরিবারের জন্য অভিশাপ তথা একটি দেশের জন্য বোঝা। বছরে দুইবার ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল গ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের অন্ধত্বের অভিশাপ থেকে বহুলাংশে মুক্ত করা সম্ভব হবে এবং শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি কমানো সম্ভব হবে।

'আরএমটিপি' প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম

সেবা প্রদানকারী ও মৎস্যচাষিদের নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন বিষয়ে উৎসাহিত করতে মেন্টরিং প্রোগ্রাম ও সম্মাননা প্রদান কর্মশালা অনুষ্ঠিত

'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়িত 'আরএমটিপি' প্রকল্পের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ জেলার প্রান্তিক মৎস্যচাষিদের নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করছে। চাষিদের নিরাপদ মাছ চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাত পণ্যের বাজার তৈরি, মাছচাষে প্রযুক্তির ব্যবহার, উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিসহ খাবারের পুষ্টিমান বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এরই অংশ হিসেবে প্রান্তিক মৎস্য চাষিদের মাছ চাষে আরো উৎসাহিত করতে ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ গোপালগঞ্জ জেলা মৎস্য ভবনে মেন্টরিং প্রোগ্রাম ও সম্মাননা প্রদান কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় নতুন ও অভিজ্ঞদের সম্মিলনে প্রায় ৫০ জন মৎস্য উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। এরমধ্যে ১২ জন মৎস্যচাষিকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে সম্মাননা সরুপ ক্রেস্ট প্রদান করা হয় এবং চাষিরা তাদের সফলতার গল্প উপস্থিত সকলের সাথে ভাগাভাগি করেন। উক্ত সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোপালগঞ্জ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিজন কুমার নন্দী। এছাড়াও সম্মানিত মেন্টর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোপালগঞ্জ সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দেবলা চক্রবর্তী। নির্বাচিত চাষিরা হলেন মোস্তাক কামাল (নিবিড় মাছ চাষ), বিপুল বাড়ৈ ও গোবিন্দ বাড়ৈ (আধা নিবিড় মাছ চাষ), মো. বাবুল মোল্লা ও সজীব বিশ্বাস (ফার্ম মেকানাইজেশন), নীহার রঞ্জন বাইন (প্রোবায়োটিক), মো. জাহিদুল ইসলাম ও মো. সিদ্দিকুর রহমান (জি ৩ পোনা নার্সারি), মোছা. শাহিদা বেগম (বিকল্প কর্মসংস্থান-কৈ), রাজিব মোল্লা (বিকল্প কর্মসংস্থান-রেডি টু ইট মৎস্য পণ্য), আরিফুল মোল্লা ও আশিকুর রহমান খান (রেডি টু কুক মৎস্য পণ্য)। পুরস্কার প্রাপ্ত টুঙ্গিপাড়া পৌরসভার মৎস্যচাষি মোছাঃ শাহিদা বেগম বলেন, 'আরএমটিপি' প্রকল্পের মাধ্যমে আমি বিকল্প কর্মসংস্থান খাতে অনুদান পেয়ে কৈ মাছ চাষ শুরু করি এবং প্রকল্প থেকে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনা নিয়ে আমি লাভবান হই। আজকে পদক্ষেপ আমাকে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ করে লাভবান হওয়ায় পুরস্কৃত করলেন। এটা আমার জন্য অনেক বড় অনুপ্রেরণার। এটা আমাকে আমার কাজে আরো উৎসাহ যোগাবে। এছাড়া রেডি টু কুক মৎস্য পণ্য ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত আশিকুর রহমান খান জানান, প্রকল্পের মাধ্যমে রেডি টু কুক মাছ-মাংস প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়ে খুবই ভাল লাগছে। এটা দারুণ একটা অর্জন। আমরা সব সময় আর্থিক এবং সার্বিকভাবে পদক্ষেপ থেকে সাহায্য পেয়েছি। আমি পদক্ষেপ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিজন কুমার নন্দী বলেন, দেশের মৎস্যক্ষেত্রে নীরব বিপ্লব ঘটেছে। কৃষিবিজ্ঞানীরা উন্নত জাত, চাষ পদ্ধতি ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার করছেন। এসব চাষ পদ্ধতি ও প্রযুক্তির প্রয়োগে কৃষকরা উৎপাদন বৃদ্ধি করছেন। ফলে দেশের মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূরণ হয়েছে। পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখছে। আর এ পুরস্কারের মধ্য দিয়ে তাদের অবদানকে সম্মান জানানোর জন্য আমি পদক্ষেপ ও 'আরএমটিপি' প্রকল্পের সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় মার্চ মাসে গোপালগঞ্জ সদর, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী, মুকসুদপুর ও টুঙ্গিপাড়ার মৎস্য চাষিদের নিয়ে মোট ২০টি ব্যাচে মৎস্য চাষ বিষয়ক উন্নততর প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তারা যেখানে সর্বমোট ৫০০ জন চাষি অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি দুই ব্যাচে মোট ৪০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/উৎপাদনকারীদের ফেসবুক পেইজ ও বিষয়বস্তু প্রস্তুত বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন ও মৎস্য চাষে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার প্রশিক্ষণ পেয়ে আত্মবিশ্বাসী মৎস্যচাষিরা

গত জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর উপজেলায় মৎস্য চাষ বিষয়ক ২৩টি উন্নত প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এসব প্রশিক্ষণে মোট ৫৭৫ জন মৎস্যচাষি অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ গুলোতে চাষিদের আধুনিক ও উন্নততর মাছ চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণে আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে ছিলো, নিবিড় ও আধা-নিবিড় মাছ চাষ পদ্ধতি, পুকুর প্রস্তুতকরণ ও পোনা মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ, প্রদর্শনী চাষের মাধ্যমে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, উন্নততর মাছ চাষে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, পোনা বাছাই ও মানসম্মত খাবার ব্যবস্থাপনা, পুকুর ও মাছের নিয়মিত পরিচর্যা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, মাছ চাষে বার্ষিক হিসাব সংরক্ষণ ও লাভজনক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মাছ চাষ সংক্রান্ত বিভিন্ন সুবিধা, অসুবিধা এবং সম্ভাব্য সমস্যা ও তার সমাধান নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। চাষিদের মতামত ও বাস্তব সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ করে সেগুলোর কার্যকর সমাধান দেওয়া হয়। যেন তারা নিরাপদ ও লাভজনক ভাবে মাছ উৎপাদন অব্যাহত রাখতে পারে। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালাগুলোতে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন এভানকো এর মার্কেটিং অফিসার ও অভিজ্ঞ মৎস্য প্রশিক্ষক খালেদ বিন বাশার এবং মোস্তাফিজুর রহমান সোহাগ। তাঁদের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীরা আধুনিক মাছ চাষ প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক ও ফলপ্রসূ শিক্ষা গ্রহণ করেন।

উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রাখা এবং আরও অধিকসংখ্যক চাষিকে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের দক্ষতা ও উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এতে মৎস্যচাষিরা আরও উন্নততর প্রযুক্তি ও চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে নিরাপদ মাছ উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারবেন, যা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য খাতের টেকসই উন্নয়ন ও বাজার সম্প্রসারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি করা হচ্ছে, যা চাষিদের জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতেও ইতিবাচক অবদান রাখবে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো, গোপালগঞ্জ জেলার প্রকল্পভুক্ত মৎস্যচাষিদের উন্নততর মাছ চাষের পদ্ধতিতে সক্ষম করে তোলা, নিরাপদ ও উচ্চমানের মাছ উৎপাদন নিশ্চিত করা এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধি করা। পাশাপাশি নারী ও যুবকদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামগ্রিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।

আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ফেসবুক পেইজ ও বিষয়বস্তু প্রস্তুত বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বর্তমান ডিজিটাল যুগে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং ব্যবসার অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। এটি শুধু পণ্য বা সেবা প্রচারের মাধ্যম নয়, বরং ব্র্যান্ড পরিচিতি তৈরির পাশাপাশি গ্রাহকদের সাথে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলার একটি শক্তিশালী উপায়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়িত রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) এর আওতায় "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ" শীর্ষক উপ-প্রকল্পের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২৫ মাসে ২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার কেএসপি সেন্টারে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ২টিতে মূল লক্ষ্য ছিল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও উৎপাদনকারীদের সোশ্যাল মিডিয়ার কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসার প্রসার ঘটানো। প্রশিক্ষণ কর্মশালাগুলোতে মোট ৪০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার এবং ইউটিউবের মতো জনপ্রিয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কীভাবে ব্র্যান্ড প্রচার করতে হয়, কীভাবে আকর্ষণীয় কনটেন্ট তৈরি করা যায়, কীভাবে কাস্টমার এনগেজমেন্ট বাড়ানো যায় সেসব বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ৪টি ব্যাচে মোট ৮০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের মূল আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল, ফেসবুক ও অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের কৌশল, আকর্ষণীয় পোস্ট, ছবি ও ভিডিও কনটেন্ট তৈরি, ব্র্যান্ড সচেতনতা বৃদ্ধি, গ্রাহকদের সাথে কার্যকর সম্পর্ক গড়ে তোলা, বিক্রয় বৃদ্ধির কৌশল ও বাজার গবেষণা এবং কনটেন্ট শেয়ারিং।

প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভিজো বাংলাদেশ এর প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মার্কেটিং এর প্রধান মো: জাহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, "সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং কেবলমাত্র প্রচারের মাধ্যম নয়, বরং এটি একটি কৌশলগত মার্কেটিং পদ্ধতি। এটি সঠিকভাবে প্রয়োগ করলে ব্যবসায় টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে"। প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া একজন উদ্যোক্তা আশিকুর রহমান বলেন, "বহুদিন ধরেই এমন একটি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন অনুভব করছিলাম। আরএমটিপি প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের মতো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য বিনামূল্যে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে, যা আমাদের জন্য খুবই উপকারী। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমি সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি, যা আমার ব্যবসার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ"।

সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং দক্ষতা এখন আর বিলাসিতা নয়, বরং এটি প্রতিটি উদ্যোক্তার জন্য প্রয়োজন। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে উদ্যোক্তারা ডিজিটাল মার্কেটিং কৌশল শিখে নিজেদের ব্যবসাকে আরও প্রসারিত করতে পারবেন। ভবিষ্যতে এমন আরও প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

গোপালগঞ্জে মৎস্যচাষিদের নিয়ে মাঠ দিবস ও সমন্বয় সভা

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ গোপালগঞ্জ জেলা সদরের উলপুর গ্রামে পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়িত আরএমটিপি প্রকল্পের মৎস্য প্রদর্শনী নির্ভর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। গোপালগঞ্জ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিজন কুমার নন্দী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রদর্শনী স্থাপনের ভাল মন্দ দিকগুলো, প্রযুক্তির ব্যবহার, ব্যবসায়ের আয় ব্যয় ও মৎস্য চাষের সার্বিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে চাষিদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অংশগ্রহণ চাষিরাও তাদের সফলতার গল্পগুলো তুলে ধরেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মিনাপাড়া এলাকার শতাধিক মৎস্যচাষি অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা শেষে প্রকল্পের ভিসিএফ কৃষিবিদ মো. লেমন মিয়ার তত্ত্বাবধানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নারী ও পুরুষদের পৃথক পৃথক ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে প্রধান অতিথি বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এসময় তিনি বলেন, মৎস্যচাষিরা দিনরাত পরিশ্রম করে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। তাদের জীবনে বিনোদনের সুযোগ খুবই কম। চাষিদের নিয়ে এধরনের মাঠ দিবসের আয়োজন দেখে খুবই ভাল লাগছে। মৎস্য চাষিদের উন্নয়ন ও বিনোদন নিয়ে ভাবনার জন্য পদক্ষেপ ও আরএমটিপি প্রকল্পকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

এছাড়া ফেব্রুয়ারি মাসে টুঙ্গিপাড়া, কোটালীপাড়া ও গোপালগঞ্জ সদরে সর্বমোট ৭টি মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাঠ দিবসে প্রায় তিন শতাধিক মৎস্য চাষি ও মৎস্য সেবাপ্রদানকারীরা অংশগ্রহণ করেন। মাঠ দিবসটি পরিচালনা করেন প্রকল্পের ভিসিএফ কৃষিবিদ মোঃ লেমন মিয়া। তিনি বলেন, "পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়িত 'আরএমটিপি' প্রকল্পটি মৎস্য চাষি ও মৎস্য বিপণনের সাথে জড়িত বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়ে মূল্য সংযোজিত নিরাপদ মৎস্য এবং মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ নিয়ে কাজ করছে। চাষিদের প্রোবায়োটিক, প্রিবায়োটিক ও প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এবং চাষিরাও এই চাষ পদ্ধতি ব্যবহার করে লাভবান হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ভবিষ্যতেও এ কর্মপ্রক্রিয়া চলমান থাকবে বলে তিনি জানান।"

'পদক্ষেপ' এর 'রেইজ'প্রকল্পের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম

"ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এবং বিশ্বব্যাংকের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত রিকভারি এন্ড এডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট (রেইজ) প্রকল্পের আওতায় স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন (BMEd) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য ছিল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞান প্রদান, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা এবং মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করা। জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি ঢাকার মিরপুর, মোহাম্মদপুর, আশকোনা, বাড্ডা, কামরাঙ্গীরচর এবং গাজীপুর সদর, মৌচাক, শ্রীপুর, কাপাসিয়া, ভালুকা, এবং জামালপুর সদর, তারাকান্দি ও গফরগাঁও এর ১৩টি ব্রাঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৪টি সংস্থার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হয়। যেখানে ৩টি ব্যাচের অংশগ্রহণকারীরা মোট ১৬ দিন (৯৬ ঘণ্টা) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের মূল বিষয়বস্তু ছিলো, সাধারণ ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, জীবন দক্ষতা উন্নয়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসার ধারাবাহিকতা, বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য মাঠ পরিদর্শন। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেইসাথে তারা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও টেকসই ব্যবসা পরিকল্পনার বিষয়ে সচেতন হয়েছেন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের মাধ্যমে তাদের ব্যবসার সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি স্বল্প-আয়ের তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রেখেছে, যা তাদের সফল উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশে সহায়ক হবে।

প্রকল্পটি দেশের শহর ও উপ-শহর এলাকার ১২টি জেলার ১৫টি উপজেলার ১৫টি ব্রাঞ্চের কর্মএলাকায় ৫ বছর মেয়াদি বাস্তবায়ন করছে।

কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম

জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট ১৩টি (৩১২ জন) কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠি যেমন- দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি, চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল, চা বাগান ও উপকূলীয় এলাকাসহ প্রতিবন্ধি তরুণ-তরুণী এবং পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত অগ্রসর, বুণিয়াদ, জাগরণ ও অন্যান্য কর্মসূচির আওতায় যেসকল উপকারভোগী রয়েছে তাদেরকে নিয়ে প্রোগ্রামটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উঠান বৈঠক, পোস্টার, লিপলেট বিতরণ, টেলিফোনিক যোগাযোগ, ফেসবুক ইত্যাদির মাধ্যমে উক্ত কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রামটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের সাথে রেইজ প্রকল্পের অন্তভূক্ত গুরু-শিষ্য/শিক্ষানবিশ পদ্ধতিতে ৬ মাস-ব্যাপী বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ সম্পর্কে এবং স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ-তরুণী ঋণ গ্রহীতা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের ব্যাবসাযিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১৬ দিনের প্রশিক্ষণের বিষয়ে এবং তাদের কাছে অর্থনৈতিক অন্তর্ভূক্তিমূলক কর্মসূচির তথ্য পৌঁছে দিতে এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের রেইজ প্রকল্পের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে আলোচনা করা হয়। এছাড়া যুব সমাজকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক যেমন: পুষ্টি, মাদকাসক্তি, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইফটিজিং, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

শিক্ষানবিশী কার্যক্রম

শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো, প্রকল্পের আওতায় স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ-তরুণীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, যাতে তারা মাষ্টার ক্রাফট-পার্সন (MCP) বা দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে মজুরিভিত্তিক এবং স্ব-কর্মসংস্থানে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। কার্যক্রমটি সংস্থার মিরপুর ও মোহাম্মদপুর এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। নভেম্বর ২০২৪ থেকে শুরু হওয়া ৪র্থ ব্যাচের প্রশিক্ষণে ৬৫ জন গুরু'র অধীনে ১৩০ জন শিষ্য অংশগ্রহণ করছে, যা এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত চলবে। প্রশিক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে, গ্রাফিক ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং, স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেটাল ওয়ার্কস, আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, কনজুমার ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন ও মেইনটেনেন্স, মোটরসাইকেল সার্ভিসিং, ফ্যাশন গার্মেন্টস/ড্রেস মেকিং ও টেইলারিং, সেলাই মেশিন অপারেশন, বেকিং ও পেস্ট্রি প্রিপারেশন, হাউজকিপিং ও ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিসিং, কার্পেন্ট্রি ইত্যাদি ট্রেডের উপর পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা শিল্পের উৎপাদন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে এবং তাদের কর্মপরিবেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে একাত্মতা প্রকাশের সুযোগ পাবে।

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

কিশোর ও পুরুষদের অংশগ্রহণে জেন্ডার সচেতনতামূলক সভা

প্রকল্পের কর্মএলাকার নিকলী এবং অষ্টগ্রাম উপ-প্রকল্প ইউনিটের দামপাড়া এবং কাস্তুল ইউনিয়নে জেন্ডার কম্পোনেন্টের মাধ্যমে কিশোর ও পুরুষদের অংশগ্রহণে ২টি জেন্ডার সচেতনতামূলক সভা (আলোর পথে সহযাত্রী) অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো, পরিবার ও সমাজে জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পুরুষ ও কিশোরদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক, সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা। প্রকল্পভুক্ত খানার সদস্যদের জেন্ডার সংবেদনশীল সভায় উপস্থিত ছিলেন কিশোর এবং তাদের অভিভাবকগণ। সভায় প্রকল্পের কারিগরি ও সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা (পুষ্টি) এবং সিএনএইচপি কর্মীরা পরিবারে নারীর কাজ, বিশ্রাম ও বিনোদন, বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন এবং যৌতুক প্রথা নিয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত সভার মাধ্যমে পরিবারে কিশোর ও পুরুষের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে সকলে সচেতন হবে। পাশাপাশি পারিবারিক বিষয়ে নারী ও পুরুষের যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, গৃহস্থলীর কাজে নারী ও পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণ, পরিবারে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি ও পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে, সমাজে আরো অনেকেই এ ধরনের আচরণে উৎসাহিত হবে এবং কমিউনিটিতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

অনুকরণীয় বাবা ক্যাম্পেইন বিষয়ক সভা

টেকসই উন্নয়নের জন্য নারী ও পুরুষ উভয়ের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা গুরুত্বপূর্ণ। গৃহস্থলী কাজ এবং সন্তানের যত্নে পুরুষের অংশগ্রহণ, আয়বর্ধনমূলক কাজে নারী ও পুরুষের ন্যায়সংগত অংশগ্রহণ, পারিবারিক বিষয়ে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পারিবারিক নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ হ্রাস নিশ্চিত করার গুরুত্ব অপরিসীম। এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "অনুকরণীয় বাবা" ক্যাম্পেইন বিষয়ক সভাটি প্রকল্পের জেন্ডার কম্পোনেন্টের আওতায় নিকলী এবং মিঠামইন উপ-প্রকল্প ইউনিটের কারপাশা এবং ঘাগড়া ইউনিয়নে ২টি সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্রের সদস্যদের এবং অভিভাবকদের নিয়ে জেন্ডার সংবেদনশীল সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পরিবারে বাবাদের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উক্ত সভার মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হওয়ার পাশাপাশি বাবাদের ভূমিকা সম্পর্কে সকলে সচেতন হবে এবং ইতিমধ্যে সন্তানের যত্ন ও শিক্ষায় যারা ভূমিকা রাখছেন তারা আরও উৎসাহিত হবেন।

দম্পতি ফোরামের মাসিক সভা

প্রকল্পের কর্মএলাকার নিকলী উপজেলার দামপাড়া ও কারপাশা ইউনিয়ন; মিঠামইন উপজেলার কেওয়ারজোড় ইউনিয়ন এবং অষ্টগ্রাম উপজেলার পুর্ব-অষ্টগ্রাম ইউনিয়নে দম্পতি ফোমারের সদস্যদের মাঝে জেন্ডার কম্পোনেন্টের মাধ্যমে ৬টি দম্পতি ফোরামের মাসিক সভার আয়োজন করা হয়। সভার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো: প্রকল্পভুক্ত অতিদরিদ্র পরিবার ও সমাজের জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা। এছাড়া অতিদরিদ্র নারী ও শিশুর জন্য উন্নত পুষ্টি সেবা নিশ্চিতকরণ এবং গর্ভধারণে সক্ষম নারী ও কিশোরীর জন্য পুষ্টি কেন্দ্রিক বিশেষ পরিসেবা সরবরাহ করা। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৭২ জন নারী ও ৭২ জন পুরুষ সদস্য। সভায় অপুষ্টি, খাদ্য ও পুষ্টি, গর্ভবতী ও প্রসূতি নারীর যত্নে পরিবারের সদস্যদের করণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর মাধ্যমে পরিবারে নারীর পুষ্টি সেবা নিশ্চতকরণ, পারিবারিক বন্ধন, সন্তানের যত্ন ও শিক্ষায় সমান অধিকার প্রদান ইত্যাদি নিশ্চিত হবে।

'সিজি' গ্রুপের সভা ও ওরিয়েন্টেশন

প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ২০২৫ মাসে ১৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিজি) গ্রুপ সক্রিয়করণ সভা করা হয়। সভায় কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সাথে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এলাকার অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে যেন মানসম্মত সেবা ব্যাবস্থার আওতায় আনা যায় এবং বয়স্ক, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যেন সুষ্ঠভাবে সেবা গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি ক্লিনিকের ডাক্তার, কমিটির সদস্য এবং প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ। এছাড়া ১২ মার্চ মাসে অষ্টগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার সভাকক্ষে এক বিশেষ ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উপজেলার ৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকের ২৫ জন সিজি গ্রুপের সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ শাহ মোঃ মহিবুল্লাহ, মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোঃ ইউসুফ মিয়া। কর্মশালায় কমিউনিটি ক্লিনিকের উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের আধুনিক কৌশল, সেবাগ্রহীতাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

উদ্যোক্তা তৈরিতে গাভী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ

প্রকল্পের মিঠামইন উপজেলার গোপদিঘী ইউনায়নের লিংকেজের মাধ্যমে উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস কর্তৃক আয়োজিত ৭ দিনের ১টি ব্যাচে গাভী পালন বিষয়ে প্রকল্পের ৩০ জন নারী সদস্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের হাতে কলমে উক্ত বিষয়ে শেখানো হয়। প্রশিক্ষণে গাভী যত্ন, ভ্যাকসিন প্রয়োগ ও রোগ হলে করণীয় এবং কীভাবে খামার তৈরী করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে জানানো হয়। প্রশিক্ষণে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে আত্নকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণটি বাস্তবায়ন করা হয়। এ সময়ে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সহকারি যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, প্রধান শিক্ষক ও সাংবাদিকবৃন্দ।

অ্যাডভোকেসি সভা

প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির সদস্যদের সেবার সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সমাজসেবা ও যুব উন্নয়ন অফিস এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রের সদসদের সাথে অ্যাডভোকেসি সভা করা হয়। সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অতিদরিদ্র পরিবার গুলোকে বিভিন্ন সেবা প্রদান বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় স্বাস্থ্য পরিদর্শক, ডাক্তার, স্বাস্থ্য সহকারী, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ, পিভিসির সদস্য ও প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'গাইনি ও শিশু স্বাস্থ্য' ও 'কৈশোর কালীন' বিশেষায়িত স্বাস্থ্যক্যাম্প

পদক্ষেপ এর 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক সাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম ইউনিটে ৩টি গাইনি ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক এবং ২টি কৈশোর কালীন বিশেষায়িত স্বাস্থ্যক্যাম্প এর আয়োজন করা হয়। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্প ৫টির মাধ্যমে ২১ জন গর্ভবতী মা, ৩৩ জন প্রসূতি মা, ১৬৯ জন কিশোরী ও ৪৩ জন প্রবীণ নারী'সহ সর্বমোট ৫৩১ জনকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং রোগীদের মাঝে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়। স্বাস্থ্য ক্যাম্প ৫টি পরিচালনা করেন সহকারী সার্জন ডা. তানজিনা আফরিন (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নিকলী), ডা. মোঃ ইউসুফ আলী-আবাসিক মেডিকেল অফিসার (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, অষ্টগ্রাম) এবং ডা. দিলরুবা সুলতানা শুভা-সহকারী রেজিস্ট্রার (২৫০ বেড জেলা সদর হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ)।

প্রতিবন্ধী ফোরামের মাসিক সভা

অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির প্রতিবন্ধী সদস্যদের সেবার মান ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অস্টগ্রাম উপজেলায় জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ২০২৫ মাসে প্রতিবন্ধী ফোরামের ৬টি মাসিক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রতিবন্ধীদের ভাতা, স্বাস্থ্যসেবা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সার্বিক ব্যাবস্থাপনা উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা সভায় প্রতিবন্ধী সদস্যরা জানায় যে, তাদের জীবনমানে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। আইজিএ বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী সদস্যরা স্বনির্ভর হচ্ছে, তাদের জীবনমান উন্নত হচ্ছে এবং সামাজিক গ্রহণ যোগ্যতা বাড়ছে। সভায় পিভিসির সদস্যসহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ফিস্টুলা সচেতনতা ও রেফারেল ক্যাম্পেইন

সংস্থার 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় নিকলী ও মিঠামইন উপজেলার দামপাড়া ও ঘাগরা ইউনিয়নে স্বাস্থ্য বিষয়ক ফিস্টুলা রোগের ২টি সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়। ইউনিয়নগুলোতে মাইকিং, পোস্টার, লিফলেট, র‍্যালি ও আলোচনা সভা করা হয় এছাড়া "প্রসবজনিত ফিস্টুলা নিয়ে ভয় নয়, চিকিৎসায় ফিস্টুলা ভালো হয়" প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে ইউনিয়ন গুলোতে ফিস্টুলা বিষয়ক ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ১৩ জন ফিস্টুলা রোগী চিহ্নিত করা হয়। পরে ৮ জনকে নিয়ে কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতালে এবং ৫ জনকে নিকলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ফিস্টুলা কর্ণার থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত ক্যাম্পেইনগুলোতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধিসহ প্রকল্পের পিভিসি, সামজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোরী ক্লাব), মা ও শিশু ফোরাম, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং প্রকল্পের বিভিন্ন স্টাফ ক্যাম্পেইনে উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষায়িত চক্ষু ক্যাম্প

পদক্ষেপ এর পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন এবং অষ্টগ্রাম উপ-প্রকল্প ইউনিটে প্রকল্পের আওতাভুক্ত সদস্যদের জন্য ৩টি বিশেষায়িত চক্ষু স্বাস্থ্য ক্যাম্প এর আয়োজন করা হয়। উক্ত চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে সর্বমোট ২২৬ জনকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে চোখের ছানি সনাক্ত, কোমা, ক্যারাটাইটিস ও রেটিনা, চোখের নালি বন্ধ, কর্নিয়ার আলসার, রাতকানা রোগ, চোখ ওঠা ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। এছাড়া চিকিৎসার জন্য পদক্ষেপ এর উদ্যোগে রেফারেল সেবা প্রদান করা হয়। বিশেষায়িত স্বাস্থ্য ক্যাম্প (চক্ষু) এর আয়োজনের মাধ্যমে সনাক্তকৃত সর্বমোট ২৭ জন রোগীর চোখের ছানি অপারেশন করানো হয় এবং বর্তমানে তারা সকলেই সুস্থ আছেন। চক্ষু ক্যাম্পটি পরিচালনা করেন প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং অপারেশন পরিচালনা করেন কিশোরগঞ্জ জেলার 'দীন চক্ষু হাসপাতাল' এর চিকিৎসক।

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির সদস্যদের দুর্যোগ ও জলবায়ু মোকাবেলার লক্ষ্যে নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (ইউডিএমসি) এর সভার আয়োজন করা হয়। অতিদরিদ্র জনগোষ্টির সদস্যদের উক্ত কমিটিতে অর্ন্তভুক্ত করা হয় যেন তারা তাদের দূর্ভোগের কথা অকপটে জানাতে পারে। দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের এ কমিটির মধ্যমে সহযোগিতা করা হয়। সভায় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, পিভিসি সদস্য এবং প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সদস্যদের মাঝে সবজির বীজ বিতরণ

পদক্ষেপ এর পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পুরনের লক্ষ্যে বসতবাড়িতে সবজি বাগান স্থাপনের জন্য এবং সেই বাগান থেকে যেন সারাবছর শাকসবজির চাষ চলমান রাখা যায় তার জন্য প্রতি মৌসুমেই প্রকল্পের আওতাভুক্ত সদস্যদের মাঝে মৌসুম ভিত্তিক বীজ বিতরন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় খরিপ-১ মৌসুমের আট ধরণের বীজ (পুষ্টি প্যাকেজ) (পুঁইশাক, চালকুমড়া, ঝিঙা, করলা, ঢেঁড়স, কলমিশাক, ধুন্দল, লালশাক) কর্মএলাকার ১৪টি ইউনিয়নের ১৪০০ পরিবারের মাঝে বিতরন করা হয়।

অপুষ্ট শিশুর উঁচ্চমান ও ক্যালরি সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাবার তৈরির উপকরণ প্রদান

বাংলাদেশের শিশু অপুষ্টির প্রধান কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হলো ৬-২৩ মাস বয়সী শিশুর অপর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ। আমাদের দেশের বেশিরভাগ শিশু অপুষ্টি এবং রোগ সংক্রমণের প্রতি ঝুঁকিপুর্ণ যা শিশু মৃত্যুর জন্য দায়ী। শিশুর অপুষ্টি এবং মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে 'পদক্ষেপ' পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের নিকলী, মিঠামইন এবং অষ্টগ্রাম উপ-প্রকল্প ইউনিটে পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় দামপাড়া ১ জন, ঘোপদিঘী ১ জন, কেওয়ারজোড় ৫ জন, পুর্ব-অষ্টগ্রাম ২ জন, বাঙ্গালপাড়া ১ জন, আব্দুল্লাহপুর ১ জন এবং আদমপুর ইউনিয়নে ১ জন সহ সর্বমোট ১২ জন অপুস্ট (স্যাম/ম্যাম) শিশুর জন্য উঁচ্চমান ও ক্যালরি সমৃদ্ধ পুষ্টিকর সম্পূরক খাবার যেমন-পুষ্টি খিচুড়ি ও পুষ্টি হালুয়া তৈরির উপকরণ প্রদান করা হয়। উপকরণ প্রদানের পূর্বে মা'দের মাঝে পুষ্টি খিচুড়ি ও পুষ্টি হালুয়ার রেসিপি ও রন্ধন প্রণালী বর্ণনা করা হয়। উল্লেখ্য যে, এর ফলে শিশুকে মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি বাড়তি সম্পূরক খাবার প্রদানে শিশুর জীবন রক্ষা পাবে এবং পরবর্তী জীবনে পর্যাপ্ত মানসিক বৃদ্ধি ও শারীরিক বর্ধনে সহায়তা করবে।

পুষ্টি মেলা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

"সঠিক পুষ্টিতে, সুস্থ জীবন" প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে প্রকল্পের মিঠামইন উপজেলার ঘাগরা ইউনিয়নে ও অষ্টগ্রাম উপজেলার কাস্তুল ইউনিয়নে সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোরী) এর মাধ্যমে ক্লাবে ২টি পুষ্টি মেলা ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিশুর সোনালী ১ হাজার দিন, প্রদর্শিত ফলমূল ও শাকসবজি এর পুষ্টি গুণাগুণসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মেলায় স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালনা, কুইজ ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের কর্মীবৃন্দ পুষ্টি মেলা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে।

পথনাটক প্রদর্শনী

দারিদ্র মুক্ত ও সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বসাধারণের অংশগ্রহণে, স্থানীয় পযার্য়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার করে আসছে পদক্ষেপ। এরই ধারাবাহিকতায় কমিউনিটি মবিলাইজেশন কম্পোনেন্টের উদ্যোগে কমিউনিটির মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা তৈরীর জন্য কাজ করছে। অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ইন্টারসেকশনাল গ্রুপের সমস্যা, জীবিকায়ন, পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, প্রতিবন্ধিতা, জেন্ডার, দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু অভিযোজনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগনকে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জনগোষ্ঠীর সার্বিক সচেতনতা ও পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় শিক্ষামূলক পথনাটক প্রদর্শনী করা হয়।

কিশোরী ক্লাবে স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা

ঋতুস্রাবকালীন সময়ে ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা একজন নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি। প্রকল্পভুক্ত অতি দরিদ্র খানা সদস্যদের মধ্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের হার কম। পুরাতন ও অপরিস্কার কাপড় ব্যবহারের ফলে তারা অনেক ধরনের রোগে ভুগছে। স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারে নারীদের অভিজ্ঞতা কম থাকার প্রধান ৩টি কারণ হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক অসচেতনতা, সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে ভালো মানের ন্যাপকিনের অপ্রাপ্যতা এবং ন্যাপকিন ক্রয়ের ক্ষেত্রে মানসিক জড়তা ও লজ্জা। এই সমস্যা উত্তরণের লক্ষ্যে নিকলী ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় নতুন ৪টি সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র গঠন করে স্যানিটারি ন্যাপকিন এর ব্যবহার নিয়ে সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক সভা এবং ন্যাপকিন সরবরাহ করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো, ব্যবহার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা; মা ও শিশু ফোরাম এবং কিশোরী ক্লাবের স্যানিটারি ন্যাপকিনের সরবরাহ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা।

কমিউনিটিতে 'বয়সভিত্তিক আদর্শ খাবার নির্বাচন ও খাবার তৈরির প্রণালী প্রদর্শনী'

অপুষ্টি দূরীকরণের অনেক কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম কার্যক্রম হচ্ছে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ নিশ্চিত করা। অনেক সময় দেখা যায় বয়সভিত্তিক সঠিক খাবার পরিমাণ ও গুণগত মানের খাবার নির্বাচন এবং প্রস্তুত করা না হলে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। 'পদক্ষেপ' এর 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কম্পোনেন্টের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম ইউনিটের ৬টি কমিউনিটিতে "বয়স ভিত্তিক আদর্শ খাবার নির্বাচন এবং খাবার তৈরির প্রণালী প্রদর্শনী" অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে মা ও শিশু ফোরাম, পিডিসি, সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র এবং কমিউনিটির সদস্যদের মাঝে নবজাতক ও শিশুর খাদ্য এবং পুষ্টিকর খাবার রান্নার আদর্শ প্রণালী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর অভিভাবক, গর্ভবতী ও প্রসূতি নারী, কিশোর-কিশোরী, প্রতিবন্ধী এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের অংশগ্রহণকারী হিসেবে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। উক্ত প্রদর্শনীতে শূন্য থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পারিবারিক পর্যায়ে খাবার তৈরির সময় খাবারের পুষ্টিগুণ বজায় রাখার কৌশলগত দিকসমূহ তুলে ধরা হয়। এতে খানা পর্যায়ে স্বল্প খরচে ও আদর্শ প্রযুক্তিতে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পুষ্টিকর খাবার রান্না সম্পর্কে তারা হাতে কলমে শিখতে পারছে।

স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

দূর্গম হাওর এলাকার অতিদরিদ্র জনগণের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পটি নিকলী, মিঠামইন এবং অষ্টগ্রাম উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে প্রক্রিয়া পরিচালনা করছে, যেখানে ৯৯৭১টি অতিদরিদ্র পরিবারের সদস্যসহ এলাকার সাধারণ জনগণের জন্য ৪৩টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করা হয়। স্যাটেলাইট ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে গর্ভবতী-প্রসূতি, ০-৫৯ মাস বয়সী শিশু, কিশোর-কিশোরী, প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পর্যালোচনা করা হয়। সেখান থেকে মোট ১৪৩০ জনকে স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির অবস্থা, যেমন ওজন এবং উচ্চতা, পরিমাপ করে অপুষ্টি চিহ্নিত করা হয়। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া হয় এবং ১৪ ধরনের মোট ১৩০৬৪ পিস ঔষধ বিতরণ করা হয়।

এই কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সচেতনতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকল্পের কাজ স্থানীয় সরকারি স্বাস্থ্যসেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় রেখে চলমান থাকায় সেবা গ্রহণে জনগণের আগ্রহ ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় জনগণ স্যাটেলাইট ক্লিনিকের কার্যক্রমে সাচ্ছন্দ্যে এগিয়ে আসে এবং সার্বিক সহযোগিতা করে সেবা গ্রহণ করছে, যার ফলে কার্যক্রমটি আরো সফল এবং ফলপ্রসু হচ্ছে।

অকৃষিজ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের জীবিকায়ন কম্পোনেন্টের আওতায় কৃষিজ ও অকৃষিজ বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নারীদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে সেলাই প্রশিক্ষণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে অস্টগ্রাম উপজেলার আদমপুর ও খয়েরপুর আব্দুল্লাহপুর ইউনিয়নের ২৫ জন অতিদরিদ্র নারীকে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত চলা প্রশিক্ষণে ২ জন দক্ষ নারী প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের সেলাই মেশিন, মেশিন পরিচালনার উপকরণ, কাপড়, সুই-সুতা, কাঁচি ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০২৫ উদযাপন

১০ মার্চ জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০২৫ উপলক্ষে পদক্ষেপ-এর পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম এই তিনটি উপজেলায় বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে পিভিসি, কিশোর-কিশোরী ক্লাব, মা ও শিশু ফোরাম, প্রতিবন্ধী ফোরামের পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়ে সরকারি প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বিতভাবে দিবসটি উদযাপন করা হয়। এছাড়া, সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী ফোরাম এবং মা ও শিশু ফোরামেও দিবসটি যথাযথভাবে পালিত হয়। এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিল "দুর্যোগের পূর্বাভাস, প্রস্তুতি বাঁচায় প্রাণ ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করে।" দিবসটি উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।এই আয়োজনে পিভিসি, প্রতিবন্ধী ফোরাম, সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্রের সদস্যগণ, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এবং পদক্ষেপ-এর কর্মকর্তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং দিবসটির তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করেন।

নারী দিবস ও দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উপলক্ষে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের উদ্যোগে নারী দিবস ও দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উপলক্ষে মার্চ ২০২৫ মাসে ১৬টি কিশোরী ক্লাবে সদস্যদের নিয়ে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম এই তিনটি উপজেলার ১৬টি কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতাটি নারী অধিকার ও দুর্যোগ প্রস্তুতির গুরুত্ব বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কিশোরীরা তাদের মেধা ও দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পায় এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করে। কিশোরীরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে অত্যন্ত আনন্দিত হয় এবং এটি তাদের জন্য এক অনুপ্রেরণামূলক অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। তারা খেলাধুলার পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডেও সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়, যা তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অনুষ্ঠানে পিভিসির সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং পদক্ষেপ এর কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা পর্যায়ে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা অবহিতকরণ ওরিয়েন্টেশন

স্বাস্থ্যসেবা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের জনগণের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায়, মিঠামইন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি অবহিতকরণ ওরিয়েন্টেশন আয়োজন করে।

এই ওরিয়েন্টেশনে সরকারি স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন দিক, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও তা সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মেডিকেল অফিসার ও স্বাস্থ্য সহকারী। এছাড়াও পদক্ষেপ এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীরা অংশ নেন।এই কর্মসূচির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেন এবং অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করার কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়। ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত রেখে স্বাস্থ্যসেবা আরও সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫ উদযাপন

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, যা বিশ্বব্যাপী নারীর অধিকার, সমতা এবং ক্ষমতায়নের প্রতীক হিসেবে উদযাপিত হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়নাধীন কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী, মিঠামইন এবং অষ্টগ্রাম এই তিনটি উপজেলায় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা হয়। উপজেলা পর্যায়ে সরকারি প্রশাসনের সাথে সমন্বিতভাবে এবং মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন সংগঠনের অংশগ্রহণে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত হয় । এতে পিভিসি, কিশোর-কিশোরী ক্লাব, মা ও শিশু ফোরাম, প্রতিবন্ধী ফোরাম এবং সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

র্যালি ও আলোচনা সভার মাধ্যমে "অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন, নারী ও কন্যার উন্নয়ন" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দিবসটি উদযাপিত হয়। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, স্থানী প্রশাসয়ন, সংগঠনের সদস্যরা এবং পদক্ষেপ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন। নারী অধিকার, লিঙ্গ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উপজেলা প্রশাসন, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সমাজসেবক এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা মতবিনিময় করেন। পদক্ষেপ এর প্রতিনিধি, পিভিসি, প্রতিবন্ধী ফোরাম ও কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা, স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার ব্যক্তিরা এই কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫ উদযাপনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সমতার বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। পদক্ষেপ এর এই উদ্যোগ ভবিষ্যতেও নারীর অগ্রগতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের আওতায় 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের বিভিন্ন অনুদান ও উপকরণ বিতরণ

হাওরে শুষ্ক মৌসুমে গরু মোটাতাজাকরণ/গাভী পালন অতিদরিদ্র সদস্যের আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় ফেব্রুয়ারি মাসে নিকলী উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে মোট ০৫ জন প্রাগ্রসর অতিদরিদ্র সদস্যের মাঝে ৫টি বকনা গরু প্রদান করা হয়। এছাড়া মিঠামইন ও অস্টগ্রাম উপজেলার মোট ০৭ জন প্রাগ্রসর অতিদরিদ্র সদস্যদের প্রত্যেককে ১টি করে মোট ৭টি বকনা বাছুর আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম হিসেবে প্রদান করা হয়। গাভী পালনের পাশাপাশি কেঁচো সার উৎপাদনের জন্য উক্ত ১২ জন সদস্যকে ১ কেজি করে কেঁচো ও ২টি করে স্যানিটারি রিং দেয়া হয় এবং গরুর ঘর সেমি-পাঁকা করার লক্ষ্যে নগদ অর্থও প্রদান করা হয়। নিঃস্ব ও অগ্রসরমান অতিদরিদ্র সদস্যের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আইজিএ হলো মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন। স্বল্প বিনিয়োগের মাধ্যমে ছাগল/ভেড়া পালনের উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিকলী উপজেলার ০৫ জন নিঃস্ব অতিদরিদ্র সদস্যের মাঝে ২টি করে মোট ১০টি ছাগল/ভেড়া প্রদান করা হয়। পাশাপাশি নিকলী উপজেলার ০৮ জন, মিঠামইন উপজেলার ০৬ জন এবং অস্টগ্রাম উপজেলার ০৮ জন অগ্রসরমান অতিদরিদ্র সদস্যদের প্রত্যেককে ৪টি করে মোট ৮৮টি ছাগল/ভেড়া প্রদান করা হয়। মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালনে উৎসাহিত করার জন্য সদস্য প্রতি মাঁচা তৈরির জন্য নগদ অর্থ ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়। বছরব্যাপী অতিদরিদ্র সদস্যরা যেন নিজেদের পারিবারিক চাহিদা পূরণ ও বিক্রি করে আর্থিক লাভবান হতে পারে সেই লক্ষ্যে বসতবাড়িতে উচ্চ মূল্যের সবজি চাষের আওতায় ০৪ জন অগ্রসরমান সদস্যদের মাঝে ফসলের বীজ, জৈব ও রাসায়নিক সার, মাঁচা তৈরির জন্য পাঁলা, বাঁশ, রশি, বেড়া দেয়ার উপকরণ এবং শ্রমিক মজুরি ও সেচ বাবদ নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। এছাড়াও হাওর অঞ্চলে ধান চাষ বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাম্প্রতিক সময়ে হাওরে বোরো ধানের আবাদ চলমান। জানুয়ারি থেকে মার্চ প্রান্তিকে প্রকল্পভুক্ত নিকলী, মিঠামইন ও অস্টগ্রাম উপ-প্রকল্প ইউনিটের মোট ১৪ জন অতিদরিদ্র সদস্যের মাঝে ধান চাষের জন্য বিভিন্ন উপকরণ প্রদান করা হয়। সদস্যরা যেন অধিক লাভবান হতে পারে সেই জন্য তাদের উচ্চ ফলনশীল ও ঘাত সহনশীল জাতের ধানের বীজ (ব্রী ধান-৮৯) সরবরাহ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিক সারের পাশাপাশি জৈব সার, কীটনাশক, ধান শুকানোর জন্য নেট, জমি প্রস্তুত ও সেচের খরচ বাবদ নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে ঘাতসহনশীল/উচ্চ ফলনশীর জাতের ফসল চাষের আওতায় ০৭ জন সদস্যকে ভুট্টা ও ০৩ জন সদস্যকে মরিচ চাষের জন্য রাসায়নিক সারের পাশাপাশি জৈব সার, কীটনাশক, জমি প্রস্তুত ও সেচের খরচ বাবদ নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

মার্চ মাসে একজন সদস্যকে তিন শতাংশ জমিতে ফল বাগান তৈরির জন্য দেশি ও বিদেশি জাতের ফলগাছ দেওয়া হয়েছে, যা তার পুষ্টি ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাত-করণের অংশ হিসেবে একজন অতিদরিদ্র সদস্যকে ঝালমুড়ি, ফুচকা ও আচার বিক্রির জন্য ভ্যান, টুল ও কাঁচামাল প্রদান করা হয়েছে। অকৃষিজ আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাঁচজন সদস্যকে ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। কারপাশা ও গরুই ইউনিয়নের ৩ জন সদস্য মুদির দোকান ও চা বিক্রির জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং একজন সদস্যকে ভ্যান ও মসলা পণ্য প্রদান করা হয়েছে, যা তিনি ফেরি করে বিক্রি করবেন। বর্ষায় পশুখাদ্যের সংকট মোকাবিলায় এক সদস্যকে সাইলেজ উৎপাদনের জন্য ভুট্টার গাছ দেওয়া হয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণ করে নিজের ও বাজারের চাহিদা মেটাতে পারবে।এই কার্যক্রম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ফসল চাষ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রকল্পভুক্ত অতিদরিদ্র সদস্যর গরু মোটাতাজাকরণ/গাভী পালন এবং ছাগল/ভেড়া পালনে দক্ষতা উন্নয়নে নিকলীর কারপাশা ও গরুই ইউনিয়নে ২টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। কারপাশা ইউনিয়নে গরু মোটাতাজাকরণ/গাভী পালন বিষয়ক ২ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ গত ৫-৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণগুলো পরিচালনা করেন নিকলী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা। প্রশিক্ষণে ২৫ জন অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালনের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ৯-১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে ২৫ জন অতিদরিদ্র সদস্যর অংশগ্রহণে বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শণ করেন পিকেএসএফ এর এসিসট্যান্ট প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মোঃ মাকসুদুল আলম। প্রাণিসম্পদ খাতের পাশাপাশি ফসল চাষ ও মৎস্য সম্পদ খাতে ঘাগড়া, কাস্তুল ও বাংগালপাড়া ইউনিয়নের মোট ৭৫ জন অতিদরিদ্র সদস্যের দক্ষতা উন্নয়নমূলক ২দিন ব্যাপি ৩টি ব্যাচের প্রশিক্ষণের অয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উপজেলা প্রধানগণ প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ফসল চাষ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক মাঠ/খামার দিবস

প্রকল্পভুক্ত সদস্য ছাড়াও স্থানীয় অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে সদস্য কর্তৃক মাঠে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম ও নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে মাঠ দিবসের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। প্রাণিসম্পদ, ফসল চাষ ও মৎস্য সম্পদ খাতে আঞ্চলিক ভাবে উপযোগী বিভিন্ন প্রযুক্তি সদস্য পর্যায়ে সম্পসারণের জন্যে ৩টি মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। এরমধ্যে মিঠামইন উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নে ফসল চাষ; নিকলী উপজেলার গরুই ইউনিয়নে প্রাণিসম্পদ ও অস্টগ্রামের কাস্তুল ইউনিয়নে মৎস্য খাত সংশ্লিষ্ট মাঠ দিবস সমূহ আয়োজন করা হয়। মাঠ দিবস সমূহে প্রকল্পভুক্ত সদস্য ছাড়াও স্থানীয় প্রায় ১০০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সদস্য পর্যায়ে মাঠ দিবস পালনের মাধ্যমে সদস্যরা নতুন প্রযুক্তি, চাষাবাদ পদ্ধতি ও সার-কীটনাশকের সঠিক প্রয়োগ মাত্রা ও ব্যবহার সম্পর্কে জানার মাধ্যমে তাদের ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে।

জলবায়ু সহনশীল হাওর প্রকল্পের লার্নিং শেয়ারিং কর্মশালা

সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় লম্বাবাঁক হাঁটিতে Climate-resilient Infrastructure for Sustainable Community Life in The Haor Region of Bangladesh প্রকল্পে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জে এফআইভিডিবি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দিনব্যাপি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়িত, পিকেএসএফ ও জিআইজেড এর আর্থিক সহায়তায় উক্ত কর্মশালায় পিকেএসএফ এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারসহ সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সংস্থার প্রোগ্রাম উইং এর ম্যানেজার মাসুমা আহমেদ কণা, বি-বাড়িয়া জোনের সহকারি পরিচা-লক ও জোনাল ম্যানেজার, সিনিয়র ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজার, প্রকল্পের কোঅর্ডিনেটর ও প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত কর্মশালায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও চ্যালেঞ্জগুলির সমাধান বিষয়ের উপর প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর প্রকৌশলী সাহেল রহমান আকাশ চলমান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উপর একটি উপস্থাপনা তুলে ধরেন। ফেব্রুয়ারী ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় সিঁড়ি সহ ১০ ফুট উচ্চতার ইটের গ্রাভিটি ওয়াল এর মোট কাজের ৯২% সম্পন্ন করা হয়েছে। পাশাপাশি ফসল শুকানো ও সংগ্রহের জন্য কমিউনিটি কমন স্পেসের পিন্থ উঁচুকরণ এবং প্রাচিরের পাশে স্থানীয় জাতের দেশীয় বৃক্ষ রোপনের কাজ ৬২% সম্পন্ন হয়েছে। একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় এবং এ ধরনের প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে প্রকল্প বাস্তবায়নে পদক্ষেপ এর কর্মীরা দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে।

কর্মশালায় মহাব্যবস্থাপক ড. আ.খ.ম নুরুজ্জামান তিনি প্রকল্পের বর্তমান কাজের অগ্রগতি এবং ভূমিকা তুলে ধরেন। হাঁটি সুরক্ষার জন্য গ্রামের মানুষের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য তাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন তিনি। তিনি বলেন, উক্ত প্রকল্পের কাজ শেষে প্রাচীর দেওয়াল টিকিয়ে রাখার জন্য সচেতনতা তৈরী করা অত্যান্ত জরুরী। এজন্যে সামাজিক মূল্যবোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার ও লোকাল লিডার এবং কমিউনিটির মানুষদের সম্পৃক্ত করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।। তিনি সর্বদা মানব সেবা প্রদানের নির্দেশিকা দিয়েছেন যাতে বিভিন্ন পরামর্শ অনুযায়ী তারা তাদের জনজীবন উন্নত করতে পারে।

বিশ্বব্যাংক ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের 'সিটিএম' প্রকল্পের ওল্ডার পিপলস ক্লাব পরিদর্শন

সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং বিশ্ব ব্যাংক এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ক্যাশ ট্রান্সফার মডার্নাইজেশন (সিটিএম) প্রকল্পের আওতায় ২৩ ফেব্রুয়রি ২০২৫ মৌলভীবাজার জেলার আওতায় ওল্ডার্স পিপলস ক্লাব (ওপিসি) পরিদর্শন করেন বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধি দল এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগ। বিশ্বব্যাংক এর প্রতিনিধি জাসমিন রাজ ভাণ্ডারী এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধি অভিরূপ সরকারকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানায় পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক সালেহ বিন সামস। প্রতিনিধিবৃন্দ চাটুরা ডালিম ওল্ডার পিপলস ক্লাব, বালিসহস্র যমুনা ওল্ডার পিপলস ক্লাব ও বালিদিঘি ওল্ডার পিপলস ক্লাবের উপকারভোগীদের সাথে সরাসরি মাঠ পর্যায়ে তাদের সাথে কথা বলেন।

পরিদর্শন কালে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর অ্যাডভাইজার (রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্রেডিট অ্যানালিস্ট) আয়েশা খানম। তিনি ওপিসি পরিদর্শন কালে মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক ফরিদ উদ্দিন, জেলা প্রকল্প কর্মকর্তা মো: শাহজাহান, পদক্ষেপ এর প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মো: মনিরুজ্জামান সিদ্দিক, সিনিয়ার সহকারী পরিচালক সাবরিনা নুজহাত প্রমুখ। প্রকল্পের আওতায় ৬টি জেলায় ৬৫ বছর বয়স বা তদুর্দ্ধ মানুষদের নিয়ে ৪০০টি ওপিসি গঠন কার্যক্রম চলমান আছে। অবহেলিত মানুষদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার ও বয়স্ক মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং মানুষদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ওপিসি গঠন করা হয়। ওপিসি ক্লাবের উদ্দেশ হলো, বৃদ্ধ মানুষদের শারীরিক ও মানষিক সুস্থ্যতা, খেলাধূলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা, পরিকল্পনা ভিত্তিক তাদের কার্যক্রমকে বেগবান করা এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষা বিধান করা, সেই সাথে সামাজিক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম হাতে নেয়া।

নারী দিবস উদযাপনে পদক্ষেপ

'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' এখন নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিকসহ সব ধরনের অর্জন উদযাপনের একটি বৈশ্বিক দিন। এরই আলোকে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে ১১ মার্চ পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ে নারী দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে কর্মীরা সকলেই বেগুনি রঙের শাড়ি ও পোশাকে উৎসবের আমেজে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। দিনটি শুধু উদযাপনের জন্য নয়, বরং কর্মক্ষেত্রে নারীদের সমান সুযোগ, নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা এবং সহযোগিতামূলক কর্মপরিবেশ তৈরির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

আলোচনার শুরুতে পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস নারী দিবসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ১৯০৮ সালে নিউইয়র্কে নারী শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯১১ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ঘোষণা, এই পথচলা ছিল সংগ্রামের ও পরিবর্তনের। নারীদের অধিকার, ভোটাধিকার এবং সমান সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য এই দিনটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। সংস্থার উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক, সমতা ও সাম্যের ধারণা তুলে ধরে বলেন, শুধু নীতিগত সমতা যথেষ্ট নয়, বরং কর্মক্ষেত্রে ন্যায্যতা ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা দরকার। নারীরা যাতে নেতৃত্বের আসনে আসতে পারে, সেজন্য প্রয়োজন সহযোগিতামূলক পরিবেশ ও ন্যায়সঙ্গত নীতিমালা। সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট আনোয়ারা শরমিন বলেন, "দিনশেষে নারী-পুরুষকে সমঝোতার জায়গায় আসতে হবে। কর্মক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে কেবল নারী নয়, পুরুষদেরও দায়িত্ব নিতে হবে। পরিবার ও অফিস উভয় জায়গায় সমতা নিশ্চিত হলে নারীরা আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারবে।" প্রেসিডেন্ট এ.বি.এম. সিদ্দীক বলেন, "পদক্ষেপ সবসময় নারীদের কর্মপরিবেশ উন্নত করতে কাজ করে যাচ্ছে। কর্মীদের মতামত অনুযায়ী আমরা নতুন নীতিমালা গ্রহণ করব, যাতে তারা আরও নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারে। নারীর ক্ষমতায়ন মানেই শুধু চাকরির সুযোগ দেওয়া নয়, বরং তাদের জন্য সহায়ক কর্মপরিবেশ তৈরি করাও জরুরি।"

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে নারী কর্মীরা তাদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি প্রকাশ করেন। অন্যান্য কর্মীরাও জানান, অফিসের নীতিমালা নারীদের জন্য ইতিবাচক হলেও যাতায়াত ও কর্মঘণ্টা নিয়ে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এছাড়া নারী কর্মীদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ৭৩২ জন

জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ২০২৫ মাসে অভ্যন্তরীণভাবে পদক্ষেপ এর নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ৩২৬ জনকে 'বেসিক ওরিয়েন্টেশন'; ২৯৮ জন কমিউনিটি ম্যানেজারকে 'দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা'; প্রধান কার্যালয়ের ৪২ জনকে 'ICT Knowledge Sharing Training' এবং ৬২ জন সহকারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (লোন)কে 'অগ্রসর ঋণীর ব্যবসা বিশ্লেষণ, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বহিঃউৎস প্রশিক্ষণ হিসেবে যুগ্ম পরিচালক পদে ১ জনকে Training on 'Institutional Development, Safeguards and women Enterpreneurship Development'; সিনিয়র সহকারী পরিচালক পদে ১ জনকে 'Anti- Money Laundering Workshop'; সিনিয়র ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজার পদে ১ জন এবং ব্যবস্থাপক পদে ১ জনকে 'Risk Management' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

'পিকেএসএফ' প্রতিনিধির 'আরএমটিপি' প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন

'আরএমটিপি' প্রকল্পের আওতায় 'নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে পদক্ষেপ। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো "ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র মৎস্যচাষী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি, বাজার সংযোগ, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতি টেকসইভাবে উন্নত করা"। গত মার্চ ২০২৫ তারিখে প্রকল্পের চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন পিকেএসএফ এর ভ্যালুচেইন প্রজেক্ট ম্যানেজার পঙ্কজ কুণ্ডু। পরিদর্শনকালীন সময়ে তার সঙ্গে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ফরিদপুর জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার মোঃ শফিকুল ইসলাম, প্রকল্পের ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর কৃষিবিদ মোঃ লেমন মিয়া, গোপালগঞ্জ সদর ব্রাঞ্চের ম্যানেজার মোঃ নাসির উদ্দিন প্রমূখ। তিন দিন ব্যাপী পরিদর্শনে তিনি নিবিড় পদ্ধতিতে কই মাছ চাষ, আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে কার্প ও গলদা মিশ্র চাষ, মাছের খাদ্য তৈরির কারখানা, বাজারের মান উন্নয়নে টিউবওয়েল, রেডি টু কুক ও রেডি টু ইট উদ্যোক্তা এবং বিভিন্ন সম্ভাবনাময় মৎস্য উদ্যোগ ঘুরে দেখেন। এসময় চাষি ও উদ্যোক্তাদের সাথে মাছ চাষের সম্ভাবনা ও করণীয় বিষয়গুলো নিয়ে মতবিনিময় ও পরামর্শ প্রদান করেন। সবশেষে প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তাদের সাথে কাজের অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়েও বিষদ আলোচনা ও বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

পদক্ষেপ এর আরও ১টি নতুন এরিয়া ও ১টি ব্রাঞ্চের উদ্বোধন

'পদক্ষেপ' এর ঢাকা (উঃ) জোনের মোহাম্মদপুর ও বাসাবো এরিয়া পুনঃবন্টন করে কারওয়ানবাজার নামে নতুন এরিয়া গঠন এবং ''নবাবপুর ব্রাঞ্চ" নামে নতুন ব্রাঞ্চের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। দেশব্যাপী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সুবিধা পৌঁছে দেয়া ও পুঁজির ঘাটতি পূরণ করা, আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে দরিদ্রদেরকে আগ্রহী করে তোলা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং নতুন উদ্যোক্তা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

বর্তমানে দেশের প্রায় সব জেলায় পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাসে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে কারওয়ানবাজার এরিয়া গঠন, মোহাম্মদপুর ও বাসাবো এরিয়া পুনঃবন্টন এবং নবাবপুর ব্রাঞ্চের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংস্থার সংশ্লিষ্ট জোনের কর্মীবৃন্দসহ স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

পদক্ষেপ এর প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের 'ইউপিএইচসিএসডিপি-২য়' পর্যায় প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

স্বাস্থ্যসেবা জনগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার। এই অধিকার নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ কক্সবাজার পৌরসভায় আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে ১৬ মার্চ ২০২৫ তারিখে পদক্ষেপ এর প্রেসিডেন্ট এ.বি.এম. সিদ্দিক কক্সবাজারের নগর মাতৃসদন কেন্দ্র এবং নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৩ সহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জোনের জোনাল ম্যানেজার, কক্সবাজার এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপকসহ প্রকল্প ও সংশ্লিষ্ট জোনের অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়ন করা ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং সম্ভাব্য উন্নয়নের সুযোগ নির্ধারণ করা। পরিদর্শনকালে তিনি উভয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন এবং স্বাস্থ্যকর্মী ও কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। এছাড়া সেবাগ্রহণকারীদের সাথেও কথা বলেন এবং তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চান। আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবগত হন এবং এর কার্যকারিতা, চ্যালেঞ্জ ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। পরিদর্শনকালে তিনি উভয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে দেখে প্রশংসা করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি প্রকল্পের ব্যাপক উন্নয়নের জন্য এর কেন্দ্রগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, রোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ নেওয়া এবং প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণসহ গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রদান করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রকল্পের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন, যাতে আরও বেশি মানুষের কাছে এটি পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।

রংপুরে শীতার্ত ও দুঃস্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ

গত ১৭ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে রংপুর জোনের আওতায় রংপুর সদর ও কাউনিয়া ব্রাঞ্চের কর্মএলাকায় শীতার্ত ও দুঃস্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সাবেক কমিশনার শাফিউল ইসলাম সাফি, বিশিষ্ট সমাজসেবক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ খোরশেদ আলম। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন রংপুর জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার ফখরুল আহমেদ, সিনিয়র ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজার মোঃ আহছানুল হক প্রমূখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবর্গ পদক্ষেপ কর্তৃক আয়োজিত শীতার্ত ও দুঃস্থ অসহায় মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণের প্রসংশা করেন। 'পদক্ষেপ' প্রতি শীতে এধরনের অসহায় ও দুস্থ শীতার্ত মানুষের উষ্ণতা দিতে শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

পদক্ষেপ ও স্মার্ট মুভার মেডিকেল ট্যুরিজমের মধ্যে চুক্তি

চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে সীমান্ত পেরিয়ে উন্নত চিকিৎসা গ্রহণের প্রবণতা বাড়ছে, যা মেডিকেল ট্যুরিজম নামে পরিচিত। এই চাহিদার কথা মাথায় রেখে পদক্ষেপ এবং স্মার্ট মুভার মেডিকেল ট্যুরিজম-এর মধ্যে একটি কর্পোরেট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার মাধ্যমে কর্মীদের জন্য চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। এই চুক্তির আওতায় সংস্থার কর্মী এবং তাদের নিকটাত্মীয়রা ভারত, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, তুরস্ক ও দুবাই থেকে উন্নত চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। বিশেষ করে চিকিৎসা পরিকল্পনা, ভিসা আমন্ত্রণপত্র, ফ্লাইট টিকেট বুকিং, এয়ারপোর্ট থেকে পরিবহন, গেস্টহাউজের ব্যবস্থা এবং হাসপাতালে সহায়তার বিষয়গুলো স্মার্ট মুভার মেডিকেল ট্যুরিজম এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে কর্মীরা বিনামূল্যে অনলাইন ভিডিও কনসালটেশন সুবিধা পাবেন। তবে কেউ যদি নির্ধারিত চিকিৎসকদের বাইরে অন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে চাইলে তাকে কনসালটেশন ফি এর পাশাপাশি ৫০০ টাকা সার্ভিস ফি প্রদান করতে হবে। বিদেশে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কর্মীদের জন্য সাধারণ সার্ভিস চার্জ ৩,৫০০ টাকা হলেও কর্মীরা বিনামূল্যে পাবে তবে ভিসা প্রসেসিং ফি ব্যতীত। পাশাপাশি চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় রোগীকে নিজ দায়িত্বে বহন করতে হবে।

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি ছেড়ে মাছ ও সবজি চাষে স্বপ্ন বুনছেন আরএমটিপি প্রকল্পের গোবিন্দ বাড়ৈ

জীবন এক অজানা যাত্রা, যেখানে সাফল্যের পথ কারো জন্য সরল নয়। কেউ বেছে নেয় নিরাপদ চাকরি, আবার কেউ ঝুঁকি নিয়ে নিজের স্বপ্নের পথে হাঁটে। কিন্তু প্রকৃত সাফল্য তখনই ধরা দেয়, যখন সাহস, পরিশ্রম ও সঠিক দিকনির্দেশনা একসঙ্গে মিলে যায়। এমনই একজন গোপালগঞ্জের সাধারণ পরিবারের সন্তান গোবিন্দ বাড়ৈ। প্রথমে তিনি চাকরির পথ বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি পেয়েছিলেন শুধুই অবহেলা ও অমানবিক পরিশ্রমের চাপ। অবশেষে চাকরির শৃঙ্খল ভেঙে নিজের উদ্যোগে সফল হওয়ার পথে নামেন তিনি। কৃষি ও মৎস্য চাষের মাধ্যমে কীভাবে তিনি নিজের ভাগ্য বদলেছেন, সেটাই এই গল্পের মূল প্রতিপাদ্য। গোবিন্দ বাড়ৈ'র জীবনপ্রবাহ শুধু একজন উদ্যোক্তার সাফল্যের কাহিনি নয়, বরং এটি যে কোনো স্বপ্নবাজ তরুণের জন্য এক অনুপ্রেরণার গল্প। গোবিন্দ ছোটবেলা থেকেই স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। ২০১৮ সালে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা শেষ করে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ঢাকায় পাড়ি জমান। পাশাপাশি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে শিক্ষানবিশ পদে কাজ শুরু করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি স্থায়ী চাকরি পান, যার বেতন মাত্র ১৩ হাজার টাকা। আবার প্রতি সপ্তাহে ৩৫ ঘণ্টার বেশি ওভারটাইম, ছুটির দিনেও অফিস করানো ইত্যাদির কারণে মানসিক চাপে পড়াশোনাও শেষ করতে পারেননি তিনি। অবশেষে ২০২০ সালে করোণায় সবকিছু থমকে গেলে তিনি ক্ষোভে চাকরি ছেড়ে গ্রামে ফিরে আসেন। শুরু করেন বাবার সঙ্গে কৃষি কাজ। পাশাপাশি নিজের উদ্যোগে কিছু করার স্বপ্ন নিয়ে বাঙ্গি চাষ শুরু করেন। প্রথম মৌসুমেই তিনি প্রায় ২ লক্ষ টাকা লাভ করেন, যা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। কিন্তু সবজি চাষ মৌসুমভিত্তিক, তাই বছরজুড়ে আয়ের আরেকটি পথ খুঁজতে থাকেন। ঠিক সেই সময় পদক্ষেপ এর 'আরএমটিপি' প্রকল্পের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। প্রকল্পের সহায়তায় গোবিন্দ মাছ চাষের প্রশিক্ষণ নেন এবং প্রয়োজনীয় কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা পান। বাঙ্গি চাষ থেকে পাওয়া লাভের টাকা দিয়ে তিনি নিজের ৮০ শতক জায়গার পুকুরটি প্রস্তুত করেন এবং কার্প ও গলদা চিংড়ির মিশ্রচাষ শুরু করেন। প্রথম দফায় ৬০ হাজার টাকায় ৮ হাজার চিংড়ি এবং ৯০ হাজার টাকা দিয়ে কার্প জাতীয় মাছের পোনা ছাড়েন। পুকুর প্রস্তুত, মাছের খাবার ও ঔষধ মিলিয়ে মোট ৭ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন। ছয় মাসের মধ্যেই তিনি পরিশ্রমের ফল পেতে থাকেন। প্রথম চাষেই ৮ মন চিংড়ি বিক্রি করে ৩ লক্ষ টাকা এবং সাদা মাছ ৬ লক্ষ ও সবজি থেকে ৩ লক্ষ টাকা আয় করেন। খরচ বাদ দিয়ে নিট লাভ দাঁড়ায় ৩ লক্ষ টাকা। গোবিন্দ বলেন, "প্রথমবার পুকুর প্রস্তুতিতে বেশি খরচ হলেও, পরে আর লাগেনা। এছাড়া এয়ারেটর মেশিন ব্যবহারের ফলে মাছের উৎপাদন অনেক বেড়েছে। আশা করছি, আগামী মৌসুমে দ্বিগুণ লাভ করতে পারব।" গোবিন্দ এখন বুঝতে পারেন, চাকরির চেয়ে নিজের উদ্যোগ গড়ে তোলা কতটা মূল্যবান। তার পুরনো চাকরিতে যেখানে বেতন ছিল মাত্র ১৩ হাজার টাকা, সেখানে এখন তিনি নিজের পরিশ্রম ও পরিকল্পনা দিয়ে কয়েকগুণ বেশি আয় করছেন। গোপালগঞ্জের মৎস্য কর্মকর্তা বিজন কুমার নন্দী বলেন, "জেলার জলাভূমিগুলোতে মাছ চাষের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। গোবিন্দ বাড়ৈর মতো তরুণরা এ সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিচ্ছেন, যা দেশের অর্থনীতির জন্যও ইতিবাচক।" গোবিন্দ'র গল্প শুধু একজন উদ্যোক্তার সাফল্যের গল্প নয়, এটি প্রমাণ করে যে ইচ্ছাশক্তি, পরিশ্রম আর সঠিক দিকনির্দেশনা থাকলে যে কেউ নিজের ভাগ্য বদলাতে পারে। চাকুরির শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে উদ্যোক্তা হওয়ার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, আজ তা বাস্তব হয়েছে। এখন গোবিন্দের একটাই স্বপ্ন দারিদ্র্যতা দূর করতে তার মতো আরও তরুণরা নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ে তুলুক।

'পিআইডিএম' থেকে সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য

মাসের নাম	সংস্থার সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী	মিটিং/পরীক্ষা/কর্মশালা	ট্রেনিং সংখ্যা	পদক্ষেপ স্টাফ	অন্যান্য সংস্থা স্টাফ
জানুয়ারি'২৫	২২	১০১১	৭	৯	৪৪০	৫৭১
ফেব্রুয়ারি'২৫	২১	৯৪৫	১১	৮	৪৮৯	৪৫৬
মার্চ'২৫	১২	১৭৬	০১	০৫	-	-

'রেমিটেন্স' লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য

মাস	সুবিধাভোগী	মোট অর্থ প্রদান	সর্বমোট সুবিধাভোগী	মোট অর্থ প্রদান
জানুয়ারি'২৫	৪৬০ জন	১০,৫০১,২৭৬.০৭/-	১৬২,৩৮৬ জন	৫,২৫২,৮০৯,২৬৬/-
ফেব্রুয়ারি'২৫	৫৫৬ জন	১৪,১২৯,০০৭.৮৬/-	১৬২,৯৪২ জন	৫,২৬৬,৯৩৮,২৭৩/-
মার্চ'২৫	৪২৪ জন	১১,৭১৭,০৩৩.৯৬/-	১৬৩,৩৬৬ জন	৫,২৭৮,৬৫৫,৩০৭/-

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ		জানুয়ারি		ফেব্রুয়ারি	
ফেরত প্রদান	সিপিএফ	৭৮	৫৫,৪৮,৯৮৪/-	৭২	১,০৯০,৫,৭৩৩/-
	কর্মী কল্যাণ তহবিল	৭৮	৮,১৯,৮৬৪/-	৭৩	৩,৬৬,৪২০/-
অনুদান প্রদান	কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বীমা প্রোগ্রাম	৮৩	২৭,৫৫,৯৯৩/-	১০০	২৭,৫৫,৯৯৩/-
	কর্মী কল্যাণ তহবিল	০	০	৪৫	৮,২৫,২৬৪/-

৩৮১ জনকে নিয়োগ দিয়েছে 'পদক্ষেপ'

জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২৫ মাসে মোট ৩৮১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে বিভিন্ন জোনের আওতায় সিএম-১ পদে ২৫৫ জন। এছাড়া সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের গবেষণা, যোগাযোগ ও প্রকাশনা বিভাগে সিনিয়র সহকারী পরিচালক পদে ১ জন, ইঞ্জিনিয়ারিং সেলে ম্যানেজার পদে ১ জন ও লিপ প্রোগ্রামে সহকারী ম্যানেজার পদে ১ জন এবং যুগ্ম পরিচালক পদে ১ জন, সহকারী পরিচালক পদে ২ জন ও ম্যানেজার পদে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ে সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য পরিদর্শক পদে ৩৭ জন ও শিক্ষক পদে ৭২ জনকে; প্রমিজ ফার্মেসীতে ফার্মেসী ম্যানেজার পদে ১ জন, কৃষি ইউনিয়নভুক্ত কার্যক্রমে ১ জন, ইউপিএইচসিসিএ-সডিপি-২ প্রকল্পে ২জন ও সিটিএম প্রকল্পে ২ জন এবং অফিস সহকারী পদে পটুয়াখালী জোনের বাকেরগঞ্জ ব্রাঞ্চে ১ জন, গলাচিপায় ১ জন ও ঢাকা দক্ষিণ জোনের কেরানীগঞ্জ ব্রাঞ্চে ১ জন এবং ভোলার ইলশাবাজার ব্রাঞ্চে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।